শ্রী শ্রী অনুকূল চন্দ্রের
অষ্টোত্তর শতনাম
পুরুষোত্তম বন্দনা
রচয়িতা
গোবিন্দ দেব মজুমদার

নমঃ **অনুকূল** নমঃ বিশ্বের ত্রাতা ১
নর দেহে নারায়ণ প্রেমের দেবতা ।
লোক রুপে **লোকাতীত** **পতিত পাবন** । ৩
কাঙ্গাল ঠাকুর প্রভু, **বিপদ ভঞ্জন** ।। ৫
ভুবন মোহন, তুমি **চারু কলেবর** । ৭
তব আগমনে ধন্য বিশ্ব চরাচর ।।
ধরা অন্ধ কারাগারে-ভ্রাতায় ভ্রাতায়,
কলহ বিরোধ দ্বন্দে দিবস কাটায়,
এলে প্রভু কন্ঠে লয়ে প্রেম স্নিগ্ধ বাণী ।
প্রেমিক পাগল এলে, এলে **চক্রপানি** ।। ৯
আর্য্যভূমি ভারতের কৃষ্টি উদ্বোধন,
ঋষি বাক্য-প্রতিষ্ঠায় তব আগমন,
বর্ণাশ্রম ঋষিবাদ শ্রেষ্ঠ সবাকার।
নব অর্থে বিশ্ব লাগি করিলে প্রচার।।
অধম তারণ, প্রভূ,ব্রহ্ম **সনাতন**। ১১
সর্ব্ববেত্তা, **সর্বময়** **ভয় নিবারণ**। ১৪
যজন যাজন আর নিত্য ইষ্টভৃতি
দশের কল্যাণ সেবা আত্ম সম প্রীতি
দেশের মঙ্গল তরে নিবেদিতে প্রাণ ,
শিখাইলে **নরদেব** **সর্ব শক্তিমান**। ১৬
সদাচার সৎনীতি শ্রেষ্ঠ আলোচনা
ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় দুরন্ত কামনা।
করিয়া পাওয়ার যুক্তি দেখালে ভূবনে
জীবনই তোমার বাণী কহে সর্বজনে

আর্যশ্রেষ্ঠ,শুভ্রকান্তি,প্রেমিক সুন্দর। ১৯
তব প্রেমে মুগ্ধ আজি সর্ব চরাচর।।
মানবের তরে তব চিন্তা নিরন্তর,
করিল তোমারে প্রভূ এ বিশ্বে অমর।
সদগুরু তুমি দেব দীনের দয়াল। ২১
প্রেমময়,মৃত্যুঞ্জয়,সুন্দর ভয়াল ।। ২৪
মৃত্যুপথ যাত্রিগণ না দেখি উপায়,
মৃত্যু হতে প্রাণ তরে তব নাম লয়।
রাধাস্বামী,নিরঞ্জন,বিশ্বগুরু তুমি। ২৭
তব পদধুলি চুমি ধন্য ধরা ভূমি।
ভোগের মাঝেতে ত্যাগে,ত্যাগ মাঝে ভোগ,
কর্মের মাঝেতে ধর্ম, ধর্মে কর্মে যোগ।
শিখাইলে হে দরদী আপনি আচরি। ২৮
মিত্রে পরিণত তব প্রেমে যত অরি।
দীননাথ,প্রেমসিন্ধু,কৃপার সাগর।। ৩১
ঘুচাইছ মানবের ব্যাথা নিরন্তর।
মানবের তরে তব যত আকুলতা,
করিল তোমারে প্রভূ জগতের পিতা। ৩২
বিশ্বনাথ,নরোত্তম,দেব অন্তর্যামি। ৩৫
মিত্র নারায়ণ সখা,ত্রিলোকের স্বামী।। ৩৮ ,
সংসারের সার তুমি সর্বদর্পহারী। ৪০
পশুপতি,দয়ানিধি,নৃসিংহমুরারী।। ৪৩
অনঙ্গ মোহন ,হরি,অভীষ্টপূরণ। ৪৬
বিঘ্ননাশ,জ্ঞানাতীত, কৃতান্ত নাশন।। ৪৯
অচিন্ত্য,অতুল তুমি প্রান প্রিয়তম। ৫২
মহাদেব ভয়হারী চির অনুপম।। ৫৫
আদিনাথ,কৃপাসিন্ধু,ভবভয়হারী। ৫৮
পুরুষোত্তম প্রভূ ভবের কান্ডারী।। ৬০
ভাষাতীত তেজোময়,সর্বজ্ঞানসার। ৬৩
সর্বহিতময় ইষ্ট,প্রেম পারাবার।। ৬৬

মহাযোগী,কর্মবীর জীবনবিজ্ঞানী। ৬৯
আদর্শ পুরুষ শ্রেষ্ঠ,সত্যের সন্ধানী।। ৭১
নরসূর্য,যোগীশ্রেষ্ঠ,দেবেন্দ্র মাধব।। ৭৫
সর্ব যজ্ঞেশ্বর প্রভূ ভকতগৌরব।। ৭৭
প্রাণেশ্বর,প্রাণাধিক,প্রাণময় তুমি। ৮০
রাতুল চরণ স্পর্শে ধন্য আর্যভুমি।।
দেবেশ,দেবাধিদেব প্রণব বিহারি। ৮৩
আশুতোষ,পরমেশ,বৃত্তিজয়কারী।। ৮৬
সহস্রাক্ষ,জ্যোতির্ম্ময়,মহাশক্তিধর। ৮৯
পরব্রহ্ম,জগন্নাথ,শ্রেষ্ঠ,মহেশ্বর।। ৯৩
ভাবময়,বোধাতীত,প্রেমানন্দময়। ৯৬
যুগের সারথি,শ্রীশ,অব্যয়,অক্ষয়।। ১০০
চিন্ময়,সচ্চিদানন্দ,নটবর। ১০৩
তারক ব্রহ্ম,হৃষিকেশ,মানব-ঈশ্বর।। ১০৬
শ্রীমধুসুদন,প্রভূ নরনারায়ণ। ১০৮
ধরাতলে নররূপে করি আগমন,
জুড়াইলে জগতের যত পাপ জ্বালা,
তব নাম স্পর্শে সর্প হয় পুষ্পমালা।
ঘাতকের মহাখড়্গ হয় প্রেমবাঁশী,
স্নেহডোরে পরিণত হলো তীক্ষ্ণ কাঁসী।
নন্দন কানন তুল্য, হয় কংস কারা,
সাহারায় বহি চলে মন্দাকিনী ধারা।
ভেলা বাহি পারযোগ্য প্রশান্ত সাগর,
খঞ্জজন ছুটে চলে পর্বত প্রান্তর।
মুকের মুখেতে ছুটে অনর্গল ভাষা,
অন্ধব্যাক্তি দৃষ্টি লভি পুরাইছে আশা।
কলি যুগে শুধু মাত্র এই নাম সার,
মহা দুর্বিপাক হতে পাইতে নিস্তার ।
অষ্টোত্তর শতনাম করিলে স্মরণ,
জীবন সফল হবে ফিরিবে মরণ।

অমৃতের বাণী নিয়ে এলা ধরাপারে,
আত্মসম প্রেমপ্রীতি, সর্বজীব তরে,
ইষ্টরূপে অনিষ্টের মাঝে ধরা দাও,
ঈশ্বর মানব মাঝে নির্দেশিয়া যাও।
উদিত হইলে নব অরূণের মত।
ঊষালোকে লুপ্ত আজি অন্ধকার যত।
ঋষিবাদ নবরুপে করিলে প্রচার,
বেদতন্ত্র পুরাণের যত কিছু সার।
একতার বাণী দিলে মানবের মুখে,
ঐক্যমন্ত্রে সর্প দোলে, নকুলের বুকে।
ওষধিতে পরিণত কর বিষতরু।।
ঔদার্য্যের রসে সিঞ্চি দাও হৃদি মরু।
কর্ম্মই সবার শ্রেষ্ঠ শিখাইলে সবে
খলতা যে তব স্পর্শে গলায় নীরবে,
গলিত তোমার প্রেমে হিমালয় শিলা,
ঘটাইছ অসাধ্যরে ধন্য নরলীলা।
চন্দ্র সম তব প্রভা হৃদি স্নিগ্ধকারী।
ছন্দ তব লীলা রঙ্গে উঠিছে ঝঙ্কারী,
জগতের প্রাণকেন্দ্র,জীবন সবিতা
ঝঙ্কারিত তব কন্ঠে নব যুগ গীতা।
টানিয়া আনিছ বুকে পাপী তাপী জনে।
ঠেলিয়া ফেলিছ পাপ সুন্দর চরণে,
ডমরু বাজিছে তব সৃষ্টির গানে,
ঢালিলে অমৃত ধারা মানব পরাণে।
তাপিত জনের প্রাণ জুড়াইয়া দিলে,
থামিছে মরণ ব্যথা তব নাম নিলে,
দলিয়া যতেক পাপ তাপ শত জ্বালা।
ধরিত্রীরে নবরুপে করিলে উজ্বলা।
নবারুণ সম স্নিগ্ধ প্রসন্ন আনন,
পরম পুরুষ রূপে দিলে দরশন,

ফলালে অমৃত ফল বিষ বৃক্ষ আজ,
বধ্যরে ক্ষমা করি রাখ হৃদি মাঝ।
ভয়ার্ত্ত তোমারে স্মরি লভে প্রাণে বল,
মৃত্যুর দ্বার রোধি দাঁড়ালে অটল,
যম আজি ফেরে তব সুতীক্ষ্ণ আদেশে,
রক্তক্ষয় বন্ধ তব অমর নির্দ্দেশে।
লভিল অমিয় শান্তি তাপিত মানব,
বঞ্চিত তোমায় লভি পাইল যে সব,
শক্তিধর,মহাঋষি,মহাদেবোপম,
ষড় রিপু আজ্ঞা পালে নিজ ভৃত্যসম।।
সদগুরু,ইষ্টদেব,পুরুষোত্তম্,
হৃদয় দেবতা ওগো লহ গো প্রণাম।

যজন যাজন ইষ্ট ভৃতি।
করলে কাটে মহাভীতি।।

যজন- মানব প্রাণ যোগ করি তোলে,
হৃদি মাঝে মহাশক্তি যেন আঁখি খোলে।
জীবন্ত আদর্শ রাখি প্রাণ কেন্দ্র সম।
ইষ্ট ইচ্ছা পূরণেতে কার্য মহত্তম,
করিয়া আপনা মাঝে ইষ্টের প্রকাশ।
সঞ্চারিয়া সদা করা কলুষতা নাশ।
নর নারায়ণে রাখা ছাতি ফাটা টান,
তাঁর তরে সঁপে দেওয়া দেহময় প্রাণ,
তাঁহার কর্ম্মেতে মোর বৃত্তির তাড়না,
থাকিবেনা কোনমতে শুধু আত্মমনা,
পাপ ইচ্ছা যদি কিছু থাকে মোর মাঝে
তাহা যেন ধন্য হয় মম ইষ্ট কাজে।
ইষ্টের খেয়াল তৃপ্তি করিবার তরে
মোর মাঝে পাপ বৃত্তি পূণ্য মুর্তি ধরে।
সদাচার সৎনীতি সৎআলোচনা,

সেবা ত্যাগ অপরের কল্যাণ কামনা,
প্রেম সেবা নহে শুধু মনের বিলাস,
সবাকার তরে কর্মে করিবে প্রকাশ।
আপনারে সমাজের খন্ড রুপে জানি
আত্মপূর্ণতার লাগি তাঁর পদ টানি
পূর্ণতায় ধন্য হয়ে উঠো সবে আজ
লভুক ভারত পুন: অমরত্ত সমাজ।

<u>**যাজন**</u>-সবার কার্য তাঁর গুনগান।
কার্য,বাক্য,স্বপনেতে বলা তাঁর নাম,
শুধু গদগদ কন্ঠ ভাবে ধরা গলা,
ঘন ঘন টিকি নাড়া হরি বোল বলা,
এমন ভাবের ঘুঘু হয়ো নাকো ভাই,
কর্মে যার রুচি নাই ভাবেতে বোঝাই।
তাঁহার নির্দেশ মত পালনীয় যাহা,
প্রশ্নহীন প্রতিজ্ঞায় পালিবে গো তাহা।
অপরের মাঝে তব কর্মের মহিমা,
উৎসারিত করি দিও ছাপি কূল সীমা,
তব কর্মে সর্ব লোকে পাবে হৃদি বল,
সর্বলোক কর্ম তোমা রাখিবে প্রবল।
সম্মুখে আদর্শ মুর্ত্তি রহিবে জাগ্রত,
সক্রিয় ও সুকেন্দ্রিয় হয়ে সাধ্যব্রত।
পরের মঙ্গল তরে সব ডালি দাও,
তাঁর নির্দ্দেশিত পথে দৃঢ় পদে যাও,
বাঁচিতে বাড়িতে যদি চাহ চির তরে,
প্রাণ হতে প্রিয় ভাবি বাঁচাও অপরে,
বিদ্যা বুদ্ধি ধনে তব যদি না কুলায়,
তব রক্ত ঢাল লোক তৃষিত জিহ্বায়।
যাজনে উদ্বুদ্ধ নর তাঁহারেই ঘিরে,
রচিবে অমর গৃহ,প্রেমে ধীরে ধীরে ।

ব্যক্তি,গৃহ,দল,রাষ্ট্র,পৃথিবী তখন,
হইবে সার্থক,আর পুলক মগন।

ইষ্টভৃতি- গুরুদেবে অর্ঘ্য নিবেদন
নিজে সেবা,ভোজ্য অর্থে ইষ্টেরে পালন,
দৈনন্দিন সংসারের সর্ব কর্ম আগে,
নাম,ধ্যান,সৎ চিন্তা,করি অনুরাগে।
নিজ শ্রমে, অতিরিক্ত অর্জিত হইতে,
ইষ্ট তরে নিবেদিত সুপ্রসন্ন চিতে,
ইষ্টভৃতি প্রাণে আনে অফুরন্ত বল,
সর্ব বাধাবিঘ্নে রাখে নিজেরে অটল,
পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তি তাঁহারে সেবিয়া,
কর্মে আনে উজ্বলতা আলস্য ঠেলিয়া,
মম কর্ম লব্ধ অর্থে ইষ্টেরে পূজিব,
পরিবার জন সম তাঁরে সেবা দিব।
তিনি মম নিত্য সাথী সুখ দুখ রোগে
তাঁহারে পালিব আমি বিপদে ও ভোগে
এই চিন্তা কর্ম্মে আনে দুরন্ত প্রেরণা,
কর্ম্ম ধারা হয় সদা প্রিয় ইষ্ট মনা।
ইষ্ট ভোগ হবে বলি কর্ম্ম অর্থে মোর
সুকর্মের চিন্তা স্রোতে ভাসিবে অন্তর
কর্ম্ম মাঝে প্রকটিত হবে শুভ ফল
জনগণ সেই কর্ম্মে পাবে প্রাণে বল
নিয়ম শৃঙ্খলা বোধ,নিত্য নিয়মিত
হইবে আপনা মাঝে চির জাগরিত।
কুনীতি ও কুআদর্শ দেশ হতে যত
লইবে বিদায় আর হবে বিসর্জিত
ইষ্টময় প্রাণ লয়ে শতেক পুরুষ
ছুটিবে আদর্শ পানে নাহি অন্য হুঁশ।
সেই যোগ্য পুরুষেরে সেবা দিবে নারী

ইষ্ট লক্ষ্য যাত্রা পথে সে যে সুকান্ডারী ।
আদর্শেরে কেন্দ্র করি যত নারী নর
শুভ সত্য প্রতিষ্ঠায় হইবে অমর।
যজন যাজন আর ইষ্ট ভৃতি ব্রত
আনিবে সমাজে যবে জীবনের স্রোতঃ
মহাভয় লোকক্ষয়,দুর্গতি দুর্দ্দশা
লুপ্ত হয়ে দেখা দিবে অমৃতের ঊষা
নবারুণ ঋষি তেজ দীপ্ত জনগণ
পৃথিবীরে নবরুপে করিবে গঠন
আজি এসো শুভ দিনে মিলি শত শত
ঘৃণা ক্রোধ দ্বেষ ভূলি পাপ তাপ যত
নূতন যুগের সূর্য ডাকে পূর্বাচলে,
সঁপি দাও দেহ মন তাঁর পদতলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের
শুভ ষটষষ্টিতম মহোৎসব উপলক্ষ্যে
।।পুরুষোত্তম বন্দনা।।

জনম হতে সারা জীবন,মরণ পরেও তুমি আমার,
এমন আপন,এমন সহজ এতই মধুর হয় না যে আর,
মোর গরিমা,শক্তি,মেধার,গর্ব গেল অস্তাচলে,
পূণ্য তোমার জনম ক্ষণে লুটাই মাথা চরণ তলে।

প্রথম প্রকাশ-১৯৫৪
দ্বিতীয় প্রকাশ- ২০০১

ছিন্ন ভিন্ন ভারতের সর্বব্যাপী মহা হাহাকার,
করুণ ক্রন্দন শুধু আর্ত্ত কন্ঠে উঠে বার বার,
কোথা অন্ন,কোথা বস্ত্র,অর্থ,শান্তি জীবন কোথায়
অতৃপ্ত ক্ষুধিত আত্মা অনাদরে লইছে বিদায়।

আকাশে হেরিতে চাঁদ দেখি তীব্র বিদ্যুতের শিখা
কাব্যের সন্ধানে মেলে,দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা লিখা,
শ্যামল সৌন্দর্য্য খুঁজি কঙ্কালের শোভাযাত্রা তাই,
সঙ্গীতের বিনিময়ে ক্ষীণকন্ঠ বলে নাই নাই ,
মহাভারতের বুকে নাচে ওই প্রলয় তান্ডব,
ভ্রাতৃরক্ত অঙ্গ মাখি স্কন্ধে তুলি বিগলিত শব,
নরমেধ যজ্ঞারম্ভ হিংসার অনল শিখা জ্বালি
আপন তান্ডব নৃত্যে রুদ্র হস্তে দেয় করতালি
নিপীড়িত মানবতা ত্রাহি ত্রাহি ছাড়ে উর্দ্ধশ্বাস
ইষ্টহীন আর্যকৃষ্টি ফেলে ঐ অন্তিম নি:শ্বাস।
মৃত্যুপথ যাত্রী মুখে বাঁচিবার করুণ প্রার্থনা,
বারেক গুঞ্জরি স্হির হল হায় নিষ্ফল কামনা।
কৃষ্টি ঘাতী সমাজেতে উপেক্ষিয়া প্রলয় বিষাণ
সর্ববাধা চুর্ণ করি উঠে কার সংহতির গান,
মৃত্যুর করাল ছায়া রবি স্পর্শে ছিন্নমেঘ সম,
বিলয়ের পথে খোঁজে মৃত্যু হতে কেবা সে নির্ম্মম ।
কাহার চলার ছন্দ স্তব্ধ করে পিশাচ দমন
কাহার নামের শব্দ ঢাকিতেছে মরণ বাঁচন
অভ্রান্ত কাহার পন্হা মুখরিত জীবনের গানে,
নির্দ্দেশে কাহার নর বহির্গত অমৃত সন্ধানে।
'প্রতিকূল জীবনেতে তিনি আজি চির **অনুকূল**'
সকল ভূলেরে ভাঙ্গি বিরাজিত শাশ্বত নির্ভূল
সাগর হিমাদ্রি ঘেরা বিক্ষুব্ধ ভারত ভূমি মাঝে
উঠিল জীবন সূর্য অস্তাচলগামী দেশে সাঁঝে।
আলোক বর্ত্তিকা হস্তে কন্ঠে লভে মাঙ্গলিক বাণী,
যাত্রা তাঁর জয়যুক্ত আঁধারেরে আলোকেতে টানি,
মাটির মানুষ মোরা মানুষ যে বড় প্রয়োজন
স্বর্গের প্রাচীর ভাঙ্গি এলো তাই নরনারায়ন।
কম্বু কন্ঠে বাজে তাঁর মহাভারতের মর্ম্ম বাণী
কর্ম্ম ধর্ম্ম সমন্বয়ে অভিযান পীযুষ সন্ধানী

নারায়ণ বিগ্রহ প্রভূ লোকরূপে লোকাতীত তুমি।
ধন্য পৃথিবীর ভূমি তব পূণ্য পদ ধুলি চুমি।।
ভাবমগ্ন হেনরূপ ধ্যান মগ্ন প্রেমিক দয়াল
সর্ব ব্যাপ্ত প্রজ্ঞা নেত্র,বিশ্বগুরু,সুন্দর ভয়াল
প্রেমোচ্ছল নরদেব ভাবময় অপূর্ব দর্শন,
দুর্গতময়,প্রাণশিল্পী,মোহহারী দুর্গতি নাশন,
আনন্দ সুন্দর মুর্ত্তি,শুভ্রকান্তি মৃত্যুঞ্জয় সম
লহ মম প্রণিপাত প্রাণময় হে পুরুষোত্তম।

জাগৃহি

(আবৃত্তির জন্য)

জাগো দুর্বার কিশোর কুমার জাগো চঞ্চল রাত্রি
ছিঁড়ে ফেলি দূরে লৌহ নিগড়
ভাঙ্গি কারাগার দৃঢ় পিঞ্জর,
কাঁদায়ে নিথর ভূধর শিখর, চলো অবসান রাত্রি।
নাহি অবকাশ বিরাম বিলাস,নাহি হয়ো আর ক্ষান্ত,
পাপ রাত্রির শুভ অবসানে ,
লাঞ্ছিত জাতি তোমারেই টানে
ছুটে চলো বীর মুক্ত পরাণে, উঠো চির উদভ্রান্ত।
অতি সুকুমার স্নেহ মমতার, ছায়া ঘেরা নহে গন্ডী
নহে বাঞ্ছিত, প্রিয় আলাপন
নহে সংসার, স্বার্থ সাধন
কিবা পরিজন, মধুর বাঁধন, নহে তব তরে দন্ডি।
তোমার আকাশে, কোথা নাহি হানে, পূর্ণা রাতের চন্দ্র
কূল সৌরভ কোকিলের গান,
মৃদু সমীরণ পূরবীর তান,
চকোরের তৃষা হলো অবসান,
গগনে জলদ মন্ত্র।
ঐ শোনা যায় দূরে গির্জায় রক্ত সাগর ক্ষিপ্ত,
মেঘ গর্জন, তূর্য নিনাদ, ভূমি কম্পনে ঘন ঘোর নাদ,

ঝঞ্ঝা বজ্র ঘটালো প্রমাদ, ধরা কর্দম লিপ্ত ।
উঠো দুর্জয়, নাহি কোন ভয়, সূর্য তোমাতে সুপ্ত।।
স্তব্ধ বজ্র হবে তব তাপে ,
ঝঞ্ঝা টুটিবে তব অভিশাপে
বিজলীর মালা পুড়ি নিজ পাপে মেঘ যবনিকা লুপ্ত।
ইষ্ট মেশায়ে ছুটাও, তোমার প্রতিকূলে অনুকূল,
বহাও জোয়ার, করি চুরমার,
ভাঙ্গ সবাকার প্রাণের দুয়ার
বসাও তাহারে মাঝে সবাকার ভেঙ্গে দাও শত ভূল।
ওগো বীরবর, রক্ত সাগর, মন্থিয়া সুধা বিন্দু,
আনিবার তরে সাধনা তোমার,
জাগো রণজয় চির দুর্বার,
অমৃত পুত্র অগ্নিকুমার ডাকিছে করুণা সিন্ধু।
-০-